

: স্মারক জিপি :

মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মাধ্যম: জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

বিষয়: ৬৯৯.৯৮ একর পাহাড়ি জমিতে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি গঠনের প্রস্তাব বাতিলের আবেদন।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমরা আলুটিলা এলাকার বাসিন্দাদের সদ্য গঠিত সংগঠন আলুটিলা ভূমি রক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংগঠন, হেডম্যান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আপনার সমীপে নিম্নোক্ত বক্তব্য নিবেদন করছি।

১। গত ১৫ জুন ২০১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বরাবরে দোখা এক পত্রে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি এর জন্য ৬৪০ একর খাস জমির অবস্থান, দাগসূচী ও মৌজা ম্যাপ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত পত্রে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিররাংগা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ২০৫ নং তৈকাতাং ও ২৬২ নং গোলাবাড়ী মৌজায় ৬৪০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব পাওয়া যাব বলে উল্লেখ করা হয়। (পত্র নং : ০৩.৭৫৯.১৪.৫৩.০০.০৫৮.২০১৬- ১০৫৩)।

২। অপরদিকে মাটিররাংগা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের ১৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে এক পত্রে (স্মারক নং- ০৫.৪২.৪৬৭০.০১৩.০০.০০২.১৫- ৩০৩) উক্ত পর্যটন জোনের প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ ৬৯৯.৯৮ একর উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবিত জমির মধ্যে ৬০৪ একর মাটিররাংগা উপজেলাধীন ২০৪ নং আলুটিলা মৌজা ও ২০৫ নং তৈকাতাং মৌজার এবং ৯৫.৯৮ একর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ২৬২ নং গোলাবাড়ী মৌজার অন্তর্ভুক্ত।

৩। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে গোলাবাড়ী মৌজায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং সার্ভেয়ার কর্তৃক খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) -এর কাছে হেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত ৯৫.৯৮ একর জমির মধ্যে (৯৫.৯৮ - ৮ একর মংশাইগ্য চৌধুরীর জমি) ৮৭ একর খাস বা সরকারের মালিকানাধীন দেখানো হয়েছে। মাটিররাংগা উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমির উপর তদন্ত প্রতিবেদনে কী উল্লেখ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে মাটিররাংগা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের একটি নথিতে আলুটিলা মৌজার ৬৩৬ নং দাগের ও তৈকাতাং মৌজার ৩ নং দাগের সমস্ত জমিসহ প্রস্তাবিত ৬০৪ একর খাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।



৪। আমরা মনে করি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় সার্ভেয়ারের তদন্ত প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ফুটে ওঠেনি। সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যানের বক্তব্য গ্রহণ না করা এবং প্রত্যক্ষ ও সরেজমিন তদন্তের দুর্বলতা ও ঘাটতিই এর প্রধান কারণ। অন্যদিকে মাটিরঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নথিতেও প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে সঠিক তথ্য দেয়া হয়নি। সরেজমিন তদন্ত না করে উক্ত দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

৫। প্রকৃতপক্ষে গোলাবাড়ী মৌজায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমিতে একটি গ্রামের ৮ পরিবারের ৪০ জন পাহাড়ির বসবাস রয়েছে। এছাড়া এখানে 'আলোক নবগ্রহ ধাতু চৈত্য বিহার' নামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি উপাসনালয়, খৃষ্টানদের ১টি গীর্জা ও ১টি শ্মশানেরও অবস্থিতি আছে।

৬। মাটিরঙ্গা উপজেলাধীন তৈকাতাং মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে বর্তমানে ১২টি গ্রামে ৩৯৭টি পরিবারের মোট ১,৬৪২ জন পাহাড়ি বসবাস করছেন। এছাড়া এই গ্রামগুলোতে রয়েছে ৫টি হিন্দু মন্দির, ৩টি শ্মশান, ব্র্যাক পরিচালিত স্কুল ১টি, ইউনিসেফ পরিচালিত স্কুল ৪টি ও জাবারাং (এনজিও) পরিচালিত স্কুল ১টি।

৭। মাটিরঙ্গা উপজেলাধীন আলুটিলা মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে ৮টি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রামে বাস করছেন ১১৩টি পরিবারের ৪৭১ জন সদস্য। এখানে ২টি হিন্দু মন্দির, ১টি গীর্জা, ১টি কমিউনিটি সেন্টার, ১টি সরকারী স্কুলসহ ৬টি প্রাইমারী স্কুল (হৃদয় মেম্বার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুনর্বাসন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্র্যাক স্কুল ২, ইউনিসেফ স্কুল ২) ও ৩টি শ্মশান রয়েছে।

৮। এছাড়া উক্ত তিন মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে ৩৮ ব্যক্তি ও সমিতির নামে শত শত একরের বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বাগান এবং ঔষধী গাছ রয়েছে। এইসব বাগান থেকে তারা বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে তাদের পরিবারে ও সমাজে সমৃদ্ধি আনয়ন করছেন। পাহাড়ি বাঙালি মিশ্রিত জমির মালিকদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সংসদ সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, তার স্ত্রী ক্রাইচাউ মারমা, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহেদুল আলম, কলেজের শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তাসহ অনেকে।

৯। আমরা অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সরকারের বলিষ্ঠ অঙ্গীকারকে স্বাগত জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবন মান উন্নয়নের ব্যাপারেও যে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে তা উপরোক্ত পর্যটন জোন গঠনের প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়। আমরা অবশ্যই চাই খাগড়াছড়িসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত বিশেষ কারণে আমরা প্রস্তাবিত এলাকায় বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি গঠনের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয় বলে মনে করি:

ক. প্রস্তাবিত জমিতে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন গঠন করা হলে দুটি উপজেলার তিনটি মৌজায় ২১টি গ্রামের ৫১৮টি পরিবারের ২,১৫৩ জন পাহাড়ি নিজ জমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হবেন। প্রধানত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই বসতিগুলো শত বছরের পুরোনো এবং তারা জীবিকার জন্য মূলতঃ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবে এত বিশাল এলাকা অধিগ্রহণ করা হলে তাদের পক্ষে জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা কোন মতে সম্ভব হবে না।

খ. শত শত বছর ধরে উক্ত এলাকায় বসবাস করলেও এই এলাকার রীতি ও প্রথা অনুযায়ী স্ব স্ব দখলীয় জায়গা বন্দোবস্তী নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের (potential victims) জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র নেই। সে কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য উক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হলে তারা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবেন।



উন্নয়নের বলী। অতীতেও উন্নয়নের নামে এভাবে বহুবার পাহাড়ীদেরকে নিজ বাপদাদার ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার ও দারিদ্র্য।

ঘ. যদি ধরে নেয়া হয় যে তাদেরকে উচ্ছেদ না করতে তাদের বসতিগুলো বাদ দিয়ে বাকি জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তাহলেও চূড়ান্ত ফলাফল হবে একই। কারণ একটি পাহাড়ি গ্রামকে টিকে থাকার জন্য যে বনাঞ্চলের প্রয়োজন হয় সে বনকে খাস হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সে বন দখল করা হলে তাদেরকে বেঁচে থাকার 'লাইফ লাইন' থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ফলে তাদেরকে 'লাইফ ব্লাডের' অভাবে শুকিয়ে মরে যেতে হবে।

ঙ. সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনে যে জমিগুলো খাস দেখানো হয়েছে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খাস নয়। সে সব জমিতে শত শত বছর ধরে লোকজন বসবাস ও জুমচাষ করে আসছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনার কারণে উক্ত জমি ভোগ দখল করার জন্য তাদের জমির মালিকানার প্রয়োজন হয়নি। যারা একটি নির্দিষ্ট জমিতে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছেন, তাদের মালিকানার দলিল না থাকার অজুহাতে ওই জমিকে হঠাৎ 'খাস' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলে তা হবে সকল ধরনের মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এমনকি তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আইনেরও লঙ্ঘন হবে।

চ. যারা প্রস্তাবিত জমিতে বহু কষ্টে সঞ্চিত ব্যক্তিগত পুঁজি খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন এবং এভাবে নিজের পরিবারের, সমাজের ও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসছেন, তারাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আলুটিলায় এত বছর ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নীরবে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, সেখানে প্রস্তাবিত পর্যটন জোন গঠন করা হলে তা শেষ হয়ে যাবে। আর এটাই হবে 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার' সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

ছ. আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন গঠনের প্রস্তাব দেয়ার আগে স্থানীয় আলুটিলাবাসী, সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ কারোর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। তাই আমরা মনে করি উক্ত প্রস্তাব ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল মাত্র এবং তা অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক হবে না।

জ. খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ আইনের ৬৪(ক) অনুচ্ছেদে সরকারী খাস জমি পরিষদের সম্মতি ছাড়া বন্দোবস্ত বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই আইনের ৬৪(খ) অনুচ্ছেদে বলা আছে: পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।' অথচ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই আইন অমান্য করে প্রস্তাবিত জমিতে পর্যটন জোন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা পার্বত্য জনগণের মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করবে।

ঝ. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬টি হিন্দু মন্দির, ২টি খৃষ্টান গীর্জা ও ১টি বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস, পরিত্যক্ত বা ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং এলাকার জনগণ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। পর্যটনের নামে অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যাপক সংখ্যক লোকের আনাগোনার ফলে এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক কথায়, অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও প্রস্তাবিত আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন প্রকল্পটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি হবে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী।



এ৩. আলুটিলায় পর্যটন কার্যক্রমের ফলে যে অর্থনৈতিক লাভ হবে তার সুফলও পাহাড়িদের ঘরে উঠবে না। বান্দরবান, রাঙামাটি ও সাজেকের পর্যটনের ক্ষেত্রে তার জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত।

ট. সার্বিক বিচারে উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে আলুটিলায় বিশেষ পর্যটন জোন গঠন করা হলে তা হবে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি চরম অন্যায় ও অমানবিক।

১০। আমরা কোনভাবেই উন্নয়নের বিরোধী নই। পৃথিবীতে সবাই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি চায়। কিন্তু আমরা এমন উন্নয়ন, এমন পর্যটন চাই না, যার ফলে কোন একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়, নিজ জমি-বন থেকে উৎখাত হতে হয়, তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং তাদেরকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর জীবন কাটাতে হয়।

তাই আমরা মনে করি উপরোক্ত বিশেষ কারণে 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হতে পারে না। এমতাবস্থায় আমরা আপনার কাছে নিম্নোক্ত দাবি জানাচ্ছি:

ক. স্থানীয় জনগণের মতামত না নিয়ে ব্যক্তি বিশেষের উত্থাপিত 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের পরিবর্তে বরং আলুটিলাসহ তার আশেপাশের জমির মালিকদের ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের বাগান সৃজনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা, প্রশ্নোদনা ও রাস্তায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হোক।

ধন্যবাদসহ বিনীত নিবেদক

তারিখ: ৩২/০৮/২০২৬ খ্রীঃ

আলুটিলা ভূমি রক্ষা কমিটি, আলুটিলা ভূমি রক্ষা যুব কমিটি, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সংগঠন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গবৃন্দ:

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
১	শেখ মোহাম্মদ হোসেন	শেখ মোহাম্মদ হোসেন, উদ্যোগ পরিচিতি, খাগড়াছড়ি সদর	০১৫৫৬৬৫৭৪৫	শেখ মোহাম্মদ হোসেন
২	বিক্রম কান্তন সিংহ	শেখ মোহাম্মদ হোসেন খাগড়াছড়ি হিউ.সি	০১৭৭৫১০৪৩৭৫	বিক্রম কান্তন সিংহ
৩	অনন্ত সিংহ	অ. সিংহ, খাগড়াছড়ি খাগড়াছড়ি হিউ.সি	০১৪২৩৪৫৬৪১৭	অনন্ত সিংহ
৪	মুহীউদ্দিন চন্দন	মুহীউদ্দিন চন্দন	০১৫৫৬৫৩০৭৪৩	মুহীউদ্দিন চন্দন
৫	ব্রজেন চন্দন সিংহ	ব্রজেন চন্দন সিংহ খাগড়াছড়ি হিউ.সি	০১৭২৬৪৪২৬৪২	ব্রজেন চন্দন সিংহ



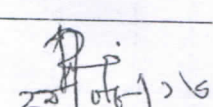
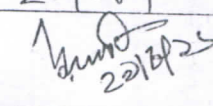
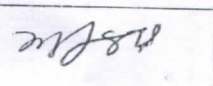
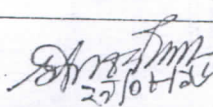
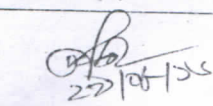

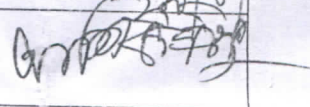
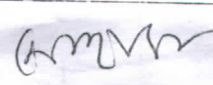
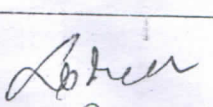
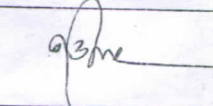
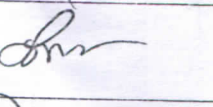
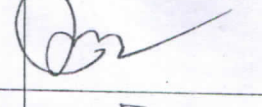


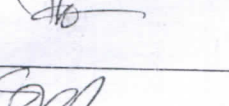

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
৬	ডাঃ বিজয়া সিন্ধু (আইসিআই)	আইসিআই ২০ ডেপুটি ডিরেক্টর/কমি.স্মার:	০১৫৫২৪২২ ৫০	
৭	ডাঃ সঞ্জয়	ডেপুটি সিএলডি	০১৭২৫১০২২ ৫৭	
৮	নিবুল সান্নিধ্য (স্বাক্ষর)	(স্বাক্ষর) সিএলডি	০১৪৫৪৫৪৭০ ৫৭	
৯	বনিক প্রিন্সিপাল	সংগঠিত কলেজ/স্কুল/সিএলডি		
১০	ডাঃ বিজয়া সিন্ধু	ডেপুটি সিএলডি	০১৫৩০৬০৫৫০	
১১	সিএলডি সিএলডি	সিএলডি সিএলডি	০১৫৫৫৫৫৫৫৫	
১২	ডেপুটি সিএলডি	ডেপুটি সিএলডি	০১৭৫৭৭০৬৭১৩	
১৩	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি		
১৪	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৫৫৫৫৫৫৫৫	
১৫	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৫৫৫৫৫৫৫৫	
১৬	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৭৩২৭০৪৪০	
১৭	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৫৫৫৫৫৫৫৫	
১৮	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৪২০৭১২৬১৪	
১৯	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৪১২৭২৭৩০	
২০	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৫৫৫৫৫৫৫৫	
২১	সিএলডি	সংগঠিত সিএলডি	০১৫৫৫৫৫৫৫৫	



ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
২২	উদয় চন্দ্র সিংহ	সহকারী প্রোগ্রামার চাকরি	০১৫০ ২৫৭ ৫৪০	
২৬	দ্বিপ্রসন্ন চন্দ্র	আলু বিলা কাম সেক্সার পাত্র		
২৪	বেলাস কান্তি সিংহ	আলু বিলা কাম বন্দ পাত্র		
২৫	সত্যজিৎ সিংহ	কাম পাত্র		
২৬	কিশোর মোহন সিংহ			
২৭	রতন চন্দ্র সিংহ			
২৮	কিষ্কর কুমার সিংহ			
২৯	কমল বিকাশ সিংহ	ডেকাতার সেক্সার পাত্র		
৩০	অনিল বিকাশ সিংহ	কাম পাত্র		
৩১	ব্রজেন্দ্র সিংহ	ডেকাতার (২৬- সার) পাত্র		
৩২	(দেব মণ্ড)	কাম পাত্র		
৩৬	অমল কান্তি সিংহ	আলু বিলা কাম সেক্সার পাত্র		
৩৪	চন্দ্র বিকাশ সিংহ	আলু বিলা কাম সেক্সার পাত্র		
৩৫	সত্যজিৎ চন্দ্র	দেউলা কাম চন্দ্র পাত্র		
৩৬	মুন্ডে দেব চন্দ্র	দেউলা কাম চন্দ্র পাত্র		
৩৭	বীরেন্দ্র সিংহ	দেউলা কাম চন্দ্র পাত্র		
৩৮	সুবেন্দ্রনাথ সিংহ	ডেকাতার (২৬- সার) পাত্র		



ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
১০	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী - কল্যাণ সংসদ	০১৫৫৪৪০২৪৫	
১১	সাবিত্রী কান্ত দেবগুপ্ত	সাবিত্রী (সেবা) / সেবাপ্রদ	০১৫৫৭২০১৬৩৭	
১২	সাবিত্রী কান্ত দেবগুপ্ত	সাবিত্রী কান্ত দেবগুপ্ত সেবাপ্রদ	০১৫৫৩৩২৭৩৪	
১৩	সিদ্দিক চন্দ্র	সেবাপ্রদ সেবাপ্রদ	০১৫৫৩৪৭৭০৩	
১৪	সৌভাগ্য দেবগুপ্ত	সেবাপ্রদ সেবা-৩০১-৩০	০১৫৩৭৫৩৪১২২	
১৫	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	০১৪২০৭১৬৫৪৬	
১৬	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সেবাপ্রদ	০১৫৫৪৪১৭৫১	
১৭	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	০১৫০৬০৫৭৩৭	
১৮	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	০১৫৫৬৫২৫১ ৬৫	
১৯	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	০১৫৩৫০৫৭৩০০	
২০	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী		
২১	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	০১৫৩২৩০ ৪৭৭৬	
২২	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী		
২৩	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	০১৫৫৩২১০৫৪৭	
২৪	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী		
২৫	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী		
২৬	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	সুজাতি কীরন চক্রবর্তী	০১৫৫৭৩৫০৬	

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
৫৬	প্রশান্ত বিপ্লব	স্বদেশ সিন্দুর আনুষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস		 ২৩/০৮/১৬
৫৭	কৃষ্ণাঙ্গ চন্দন	সংগঠন সংগঠন		 ২৩/০৮/১৬
৫৮	সাবিত্রীমণ্ডল	আনুষ্ঠানিক		
৫৯	খান্না হামি	সংগঠন খান্না হামি		 ২৩/০৮/১৬
৬০	প্রতিষ্ঠা	আনুষ্ঠানিক		 ২৩/০৮/১৬
৬১	সামান্য			
৬২	সংগঠন	সংগঠন		
৬৩	সংগঠন	সংগঠন		
৬৪	সংগঠন	সংগঠন		
৬৫	সংগঠন	সংগঠন		
৬৬	সংগঠন	সংগঠন		
৬৭	সংগঠন	সংগঠন		
৬৮	সংগঠন	সংগঠন		
৬৯	সংগঠন	সংগঠন		
৭০	সংগঠন	সংগঠন		
৭১	সংগঠন	সংগঠন		
৭২	সংগঠন	সংগঠন	৮৮২০২৩৯৯৯	

সংগঠন



ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
৭৩	সুভেদন চাকমা	প্রিন্সিপাল/সেভেন লাইব্রেরী মাস্টার		শুভ ফন
৭৪	সুজাতা চাকমা	এ		সুজাতা চাকমা
৭৫	দীপা চাকমা	এ		দীপা চাকমা
৭৬	সিদ্ধান্ত প্রিন্সিপাল	অধ্যক্ষী/সুজাতা প্রিন্সিপাল/সেভেন (মুদ্রিত)		
৭৭	সীমু প্রিন্সিপাল (স্বাক্ষর)	আনুষ্ঠানিক/সিদ্ধান্ত প্রিন্সিপাল		সীমু
৭৮	সিদ্ধান্ত প্রিন্সিপাল	সিদ্ধান্ত প্রিন্সিপাল সিদ্ধান্ত প্রিন্সিপাল		সিদ্ধান্ত
৭৯	সুজাতা চাকমা	সুজাতা চাকমা সুজাতা চাকমা		সুজাতা
৮০	সুজাতা চাকমা			সুজাতা
৮১	সুজাতা চাকমা	সুজাতা চাকমা সুজাতা চাকমা		সুজাতা
৮২	সুজাতা চাকমা	সুজাতা চাকমা সুজাতা চাকমা	০১৫৫৪৫৫৫৫	সুজাতা
৮৬	সুজাতা চাকমা	সুজাতা চাকমা	০১৫৫৬৩৬৬৪৫	সুজাতা
৮৮	সুজাতা চাকমা	সুজাতা চাকমা	০১৫ ৫০৬০৬৫৬৫	সুজাতা

